যুগান্তর

তারিখ 20 FEB 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

যুগান্তর

অমর একুশে উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আলপনা আঁকছেন তরুণ-তরুণীরা। মঙ্গলবার তোলা ছবি

হাইকোর্টের রায় উপেক্ষিত

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনও শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়নি

কবির হোসেন

দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনও ভাষাশহীদ আর ইট সাজিয়ে শহীদ মিনার তৈরি করে ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে ধরে রাখতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ প্রতি বছর এভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। কিন্তু প্রায় দুই দশক পার হলেও প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারিভাবেও কোন উদ্যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণে হাইকোর্ট আদেশ দিলেও তা রয়েছে উপেক্ষিত। ভাষা সংগ্রামের চেতনা ধরে রাখার লক্ষ্যে ২০১০ সালে হাইকোর্ট এ আদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া ভাষা সংগ্রামীদের একটি তালিকা তৈরি করে তাদের রাষ্ট্রীয় পদকসহ বিভিন্ন সুবিধা দেয়ার নির্দেশনা দিলেও তা রয়েছে উপেক্ষিত। মূলত ভাষা সংগ্রামীদের একটি সঠিক তালিকা তৈরি না হওয়ায় তাদের রাষ্ট্রীয় পদকে ভূষিত করা, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কাজটি ব্যাহত হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পদক দিতে হলে আগে ভাষা সংগ্রামীদের সঠিক তালিকা তৈরি করতে হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ ব্যাপারে ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিক যুগান্তরকে বলেন, কোন কিছু পাওয়ার আশায় ভাষা আন্দোলন করিনি। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন সুযোগ-সুবিধা নিতে চাই না। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে আমি দ্বিমত নই। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিতে হলে আগে দরকার ভাষা সংগ্রামীদের একটি সঠিক তালিকা। আর এই তালিকা তৈরি করতে হলে এটি একটি প্রকল্প আকারে গ্রহণ করতে হবে। কমিটি গঠন করে সারাদেশের তথ্য সংগ্রহের জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে। আর এজন্য অর্থবরাদ্দেরও প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া এটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও। সারাদেশের তথ্য-উপাত্ত যাচাইবাছাই করে ভাষা সংগ্রামীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে স্বীকৃতিস্বরূপ একটি করে ক্রেস্ট দেয়া যেতে পারে। সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি করে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি বলেন, ভাষা সংগ্রামের চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি করে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে আরও সমৃদ্ধ করার কাজ চলছে। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্থাপত্য বিভাগকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কাজটি করতে কমিটি গঠন করা হয়েছে, ওই কমিটির আমিও একজন সদস্য। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশে একটি লাইব্রেরি ও ভাষা জাদুঘর নির্মাণের কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সমৃদ্ধের কাজ শেষ হলেই হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি চিন্তা করা যাবে। এ ব্যাপারে চিকিৎসা প্রকৌশলী মনজিল মোরশেদ যুগান্তরকে বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে ২১-এর চেতনা ধরে রাখতে স্কুল জীবন থেকে এর সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে। ভাষা সংগ্রামে যাঁরা শহীদদের অবদান যথাযথ করে রাখতে নতুন প্রজন্মকে ভাষা সংগ্রাম সম্পর্কে জানাতে হবে। আর এসব কারণেই হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল।